Relased with Jowar Bhata 10-4-36

"ব্যথার দান"

Indu. Bhusan. Mukherjee.
Bata. Shoe. Co. Ltd.
Bally. Bazar.

QUALITY PICTURES

কোয়ালিটী পিক্‌চার্সের
প্রথম অর্ঘ্য

ব্যথার দান

Indu. Bhusan. Mukherjee.
Bata. Store.
Baly.

চিত্র-পরিবেশক—
হলমুক্ ফিল্ম কর্পোরেশন্ লিঃ
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী, কালিকা প্রেস
২১, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—শ্রীকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ.,
৭৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Indu. Bhusan. Mukherjee.

= ব্যথার দান =

গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	...	**হেম গুপ্ত**
ঐ সহকারী	...	আশাপূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত-পরিচালক	...	**বিনোদ গাঙ্গুলী**
গীত-রচয়িতা	...	অজয় ভট্টাচার্য্য
চিত্র-শিল্পী	...	ভি, ভি, দাতে
শব্দযন্ত্রী	...	এ, গফুর
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	...	জগৎ রায়চৌধুরী
সম্পাদক	...	শ্যামাপ্রসন্ন দাস
পূর্ব্বাপর-সূত্রসংযোজক	...	মণি দত্ত
ব্যবস্থাপক	...	অনুরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারিগণ	...	কুমারেশ রায়চৌধুরী
	...	জীবন দাস
	...	অনাথ মুখোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

প্রোফেসার রায়	... ...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
রঞ্জত সেন	... ...	হেম গুপ্ত
ডিটেক্‌টিভ	... ...	মুরারি মুখোপাধ্যায়
ইন্‌স্‌পেক্টর	... ...	সরোজ বাগ্‌চী
সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্টর	... .	শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়
বীরেশ	... ...	প্রীতি মজুমদার (এঃ)
সুধীর সেন	... ...	সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ)
দেওয়ান	... .	করুণাময় চট্টোপাধ্যায়
ভিক্ষুক	... .	সুনীল দাস
গাঁটকাটা	... ...	কুমারেশ রায়চৌধুরী (এঃ)
ব্যারিষ্টার	... ...	গোপাল বসু (এঃ)
রবীন	... ...	মাষ্টার রবীন চ্যাটার্জ্জি (এঃ)
খুকু	... ...	মাষ্টার ডাকুবোস (এঃ)
গীতাদেবী	... ...	শিশুবালা
রেণুকা	... ...	ইলা দাস
বিনোদিনী	... ...	সত্যবালা
শান্তি	... ...	মুকুলমালা
শিবরাণী	... ...	রেণুকা রায়
ভিক্ষুক কন্যা	... ...	বীণা

ব্যথার দান

রজত।

রেণুকা।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের এক পার্টিতে তাদের পরিচয় ঘনীভূত হয় প্রণয়ে ……যার পরিণতিতে হয় বিবাহ।

• • • •

দিন কেটে যায়……স্বামীর গভীর ভালবাসা রেণুকে ডুবিয়ে রাখে…… কিন্তু মাঝে মাঝে তার বুকের ভিতর কিসের আতঙ্ক জাগে·· ভাবে বাপ-মার

অমতে বিয়ে—শেষ অবধি যদি এত সুখ না সয়! রজত হাসে আর খুকুকে কোলে টেনে নিয়ে বলে—'এই তাঁদের আশীর্ব্বাদ'!

* * * *

আজ রেণুর মেয়ের জন্মদিন। বন্ধুবান্ধবের আনন্দ-কোলাহলে গৃহ মুখরিত। রেণুর বাল্যবন্ধু গীতাও নিমন্ত্রিতা। গীতা বিধবা, বিবাহের পরেই তার যক্ষা-রোগগ্রস্ত ধনী স্বামী তাকে সংসারে একলা ফেলে মারা যান। শ্বশুরের অগাধ সম্পত্তির গীতাই একমাত্র অধিকারিণী। সে ধনী—উচ্চ শিক্ষিতা,......এক কথায় তার সবই আছে কিন্তু আপন বলিতে কেউই নাই......সংসারে সে বড়ই একা।

খুকুর জন্মদিনে রজতের সাথে গীতার আলাপ একটু ঘনিষ্ঠ হয়......কিন্তু সেটা বিশেষ কিছু নয়, তবে......

* * * *

ব্যথার দান

বিনোদিনী রেণুর দূরাত্মীয়া—সে সোজা ভাবে কোনো জিনিষ দেখে না—তার চোখে এদের এত সুখ ভালও লাগে না। গীতার প্রতি রজতের অধিক মনোযোগের উপর ইঙ্গিত ক'রে সে রেণুর নির্ম্মল মনে একটা কালো রেখা টেনে দিয়ে যায়। সেই কালো রেখাটী রজত-রেণুর রচিত প্রেমের স্বর্গের এক কোণে একটা ছোট কালো মেঘ হয়ে দেখা দেয়। সুরু হয় তাদের ভুল বোঝাবুঝির পালা। রেণু ভাবে—"যার পথ চাহি কেটে গেল বেলা তার কাছে কিগো পেলে অবহেলা".....আর রজত ভাবে—'এমন করে দিন যে আর কাটে না!'

ব্যথার দান

আফিস ফেরত রজত একদিন গীতার বাড়ীতে যায় বেড়াতে। রজত আড়াল থেকে শোনে—প্রফেসর রায় গীতাকে পড়ান—'আমাদের কর্ম্মের জন্য আমরা দায়ী, জন্মের জন্য নয়' (বেণীসংহার)। গীতা প্রশ্ন করে তার বৈধব্যের জন্য দায়ী কে? দৈবকে সে দায়ী করতে রাজী নয়। প্রফেসর রায়ের পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বে সে মুগ্ধ!·····সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না... ...প্রফেসর রায়ের কাছে আত্মনিবেদন করে। কিন্তু গীতা জানত না যে প্রফেসর রায় বিবাহিত ও সন্তানের পিতা। প্রত্যাখ্যানের তীব্র কশাঘাত তার শিক্ষিত সংস্কারহীন মনকে ভেঙ্গে খান্ খান্ করে।

* * * *

গীতা চমকে ওঠে হঠাৎ কিসের শব্দে·····ফিরে দেখে রজত সেন গমনোদ্যত·····লাঞ্ছিতা গীতা তার জীবনের এই একটী মাত্র দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের

একমাত্র সাক্ষী রজতকে দেখে দলিতা ফণিনীর মত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে..... ক্ষিপ্তা হয়ে ওঠে সারা সমাজের উপর.....রজতের হাত ধরে বলে—'সে হতে দেব না! তোমরা পুরুষ বলে সমাজের বুকের উপর হেঁসে খেলে বেড়াবে..... আর আমরা? কেন?.....এস তোমারও মুখের উপর একটা ছাপ এঁকে দিই!' স্তম্ভিত রজতের উপেক্ষা গীতা সইতে পারে না। প্রতিহিংসায় সে ডাকে—'পুলিশ!' রজত ঠিনিয়ে কেড়ে নেয় তার 'রিসিভার'.....গীতা পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায়.....রক্ত দেখে রজত ভাবে—'বুঝি বা সেই খুনী!'

রজত পালায় তার রেণু আর খুকুকে নিয়ে.....কলকাতার বাইরে দুঃস্থ পল্লীর এককোণে লুকিয়ে থাকে পুলিশের ভয়ে,.....নিঃসম্বল হয়ে ঘুরে বেড়ায়! অর্থের গোঁজে—কোথাও কিছু পায় না.....খুকুকে পেট ভরে জল খাওয়ায় আর আঁচলের খুঁটে রেণু তার চোখের জল মোছে!

* * * *

গীতা সেরে উঠে দেখে তার নিজের একটা ভুলের ফলে রজত রেণুর সুখের নীড়খানি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে......অনুশোচনায় বুক ভরে যায়,—প্রফেসরকে ডেকে বলে—"যেমন করে হোক তাদের খুঁজে বার করতে হবে।"

গীতা তার জীবনের ভার আর বইতে পারে না। তার অর্দ্ধেক সম্পত্তি রেণুকে আর অর্দ্ধেক তার স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে যক্ষ্মারোগের হাঁসপাতালের জন্য **দান** করে তার বুকের **ব্যথা** হাল্কা করে ফেলে!

* * * *

প্রফেসর রায়কে সে একটুও ভুলতে পারে নি—কিন্তু সে আর তার অভিমান—তার আত্মমর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না—তাই প্রফেসর রায়ের

[illegible] Lall Banerji
Madhab Banerji's Lane
PO Bally. Dist- Howrah.
15/7/36.

উপর তার **"ব্যথার দানে"র** ব্যবস্থার ভার দিয়ে নিজের নিঃসঙ্গ নিরর্থক জীবনটাকে জগৎ হতে মুছে ফেলে দেয়!

* * * *

কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়—রজত রেণুর শেষ সম্বল তাদের বুকের মণি খুকুকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়—সুখ-দুঃখের পারে। রজতের পাগল হতে আর বাকী নেই,.....মৃত্যু রেণুকে নিয়ে টানাটানি করে—এম্বুলেন্স আসে.....তাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যায়.....রজত তার পিছু পিছু ছোটে আর বৈরাগী আপন মনে গায়——"মন রে আমার কার ঠিকানা
খুঁজিস্ দিবারাতি"

রজত হাঁসপাতালের নার্সকে জিজ্ঞাসা করে তার রেণু কেমন আছে? নার্স ভাবে সে উন্মাদ·····সহানুভূতিতে আপন মনে বলে—"হোপ্‌লেস্"—

"ব্যথার দান"
QUALITY PICTURES
গল্প ও পরিচালনা
হেম গুপ্ত
ইলা

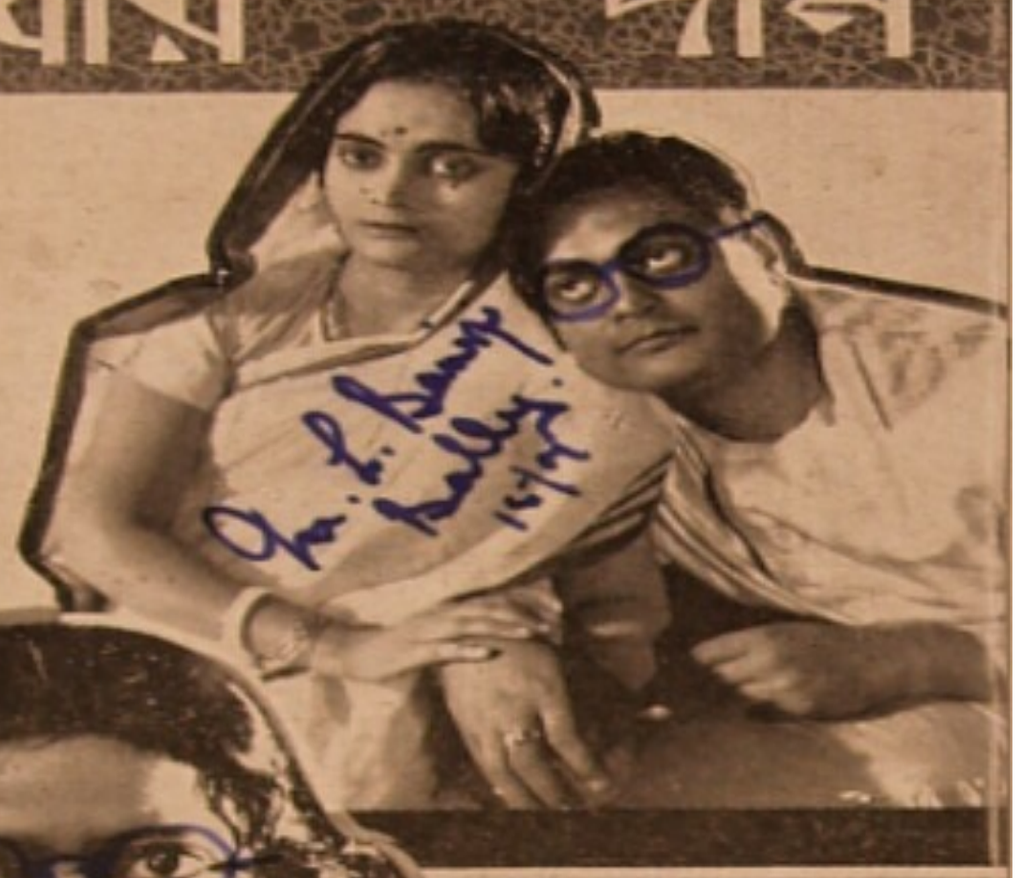

রজত ভাবে তার রেণু বুঝি আর নেই ! রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আর সে আপন মনে বলে—"হোপ্‌লেস্‌!"

* * * *

প্রফেসর রায় রেণুকে হাঁসপাতাল থেকে খুঁজে এনে শুশ্রূষা করেন আর সান্ত্বনা দেন—'রজত আসবে।' কিন্তু দিনের পর দিন যায়—রজত আর আসে না !

* * * *

রাস্তা দিয়ে এক পাগল চলে আর মুখে বলে—"হোপ্‌লেস্‌", পাড়ার ছেলেরা ক্ষ্যাপায়—"এই 'হোপ্‌লেস্‌' পাগলা !"

ব্যথার দান

*　　*　　*　　*

রেণু চিন্‌তে পারে তার রজতকে—উত্তেজনায় জ্ঞান হারায়—প্রফেসর রায় রজতকে ধরে আনে তার রেণুর কাছে—রজত চিন্‌তে পারে না—সে বলে, এ তার রেণু নয়—তার রেণু কত সুন্দর ছিল—তাকে কত ভালবাসত! রজত আপন মনে বক্‌তে বক্‌তে ফিরে যায়.....আর রেণু চীৎকার করে কেঁদে বলে—"ওগো! তোমার রেণুকে তুমি চিন্‌তে পারলে না?"

রজত চিন্‌তে পারল কিনা—**"ব্যথার দান"** তার উত্তর দেবে।

সঙ্গীতাঞ্জলি

১। (আজি) এমন মাধবী রাতে—
বলগো কমল কেন ঝরে জল
কোমল নয়ন পাতে।
যার পথ চাহি কেটে গেল বেলা
তার কাছে কিগো পেলে অবহেলা
কি নিঠুর খেলা খেলে সে খেয়ালী
তোমার পরাণ সাথে ॥

২। একা আমি বসে থাকি পথের ধারে
দূরের বঁধু আসবে কখন জানি নারে।
ফাগুন দিনের বেণু সম
উঠবে বেজে পরাণ মম
হঠাৎ হাওয়া বইবে যখন মনের পারে।
না বলা মোর কথাগুলি
সুরে সুরে ভাসবে দুলি'
সে না এলে সেই কথা মোর বলব কারে ॥

৩। আমার মনের গহন বনে যে ফুল জাগিয়া রহে ॥
ওগো প্রিয়তম সুবাস তব সে যে চিরদিন বহে ॥
তোমার নয়ন আলো—
আমার নয়নে দিয়েছ তুমি
আমারে বাসিয়া ভালো—
মরমের বীণা তোমার সুরে তোমার কথাটি কহে ॥

৪। মন রে আমার
কার ঠিকানা খুঁজিস দিবস রাতি ?
চিনিস্‌নে তুই
সে যে রে তোর দুঃখ সুখের সাথী।
অন্ধসম ঘুরে বেড়াস্‌
আলোক শিখা দেখতে না পাস্‌ ;
প্রাণের ঠাকুর
প্রাণের মাঝেরে জ্বালিয়ে রাখে বাতি।
কত কাল গেল বৃথা
ওরে অবুঝ, জানিস কি তা ?
ডাক্‌রে তারে
মরণ পারে আসনখানি পাতি।

৫। কালি বলে কালা গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকী।
যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি ॥
জোয়ারের পানী, নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার ॥
যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঙানু
বঁধু ফিরে নাহি এল ॥

জোয়ার ভাটা

চরিত্র

নেলী	...	...	লীনা মুখার্জ্জি (চানি দত্তের সৌজন্যে)
সত্যবন্ধু	...	...	বিনয় মুখার্জ্জি
আকুলি	...	...	নির্ম্মল ব্যানার্জ্জি
পাকৃড়াশী	...	...	নবদ্বীপ হালদার
ইন্সপেক্টর	...	....	জিতেন গোস্বামী
দুর্ব্বল সিং	...	...	সরোজ বাগ্‌চী
মহাবীর সিং	...	....	বিজয় মজুমদার
মিঃ রায়	...	...	প্রাণনাথ মুখার্জ্জি (এঃ)
কার্ত্তিক	...	...	কালিদাস দাশ
বয়	....	...	বাচ্চা

গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	...		**ধীরাজ ভট্টাচার্য্য**
সহকারিগণ	...	...	আশাপূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন দত্ত
সঙ্গীত-পরিচালক	...	...	**বিনোদ গাঙ্গুলী**
চিত্রশিল্পী	...	...	বিভূতি দাস ভি, ভি, দাতে
শব্দযন্ত্রী	...	...	এ, গফুর
ব্যবস্থাপক	...	...	জীবন দাস কুমারেশ চৌধুরী

ZENITH
23

জোয়ার-ভাঁটা

গল্পাংশ

কথায় বলে—'যা'র সাথে যা'র মজে মন'।

বেণুকর পাকৃড়াশির চেহারার মধ্যে এমন কিছুই নেই, যা' দেখে নেলীর মত অতি আধুনিক মেয়ে তা'র প্রেমে পড়তে পারে। খ্যাংরা-কাঠির ওপর নৈনিতাল আলু বসালে যে অপরূপ মূর্ত্তি দাঁড়ায় বেণুকরও অনেকটা তাই। তবু, নেলী পড়্‌ল—তা'বই প্রেমে—কারণ, বেণুকর কবিতা লেখে, গান গায়।

বড়লোকের ছেলে হ'লেও সত্যবন্ধু সে হাটে ছুঁচ্‌ বেচ্‌তে পারে না। তবু, ফেউয়ের মত নেলীর পেছনে ঘুরে বেড়ায়।

বেণুকর পাকৃড়াশি যে জোয়ার আনে, তা'র টানে বেচারী সত্যবন্ধু কুটোর মত ভেসে যায়।

নেলীর জন্মদিনে সত্যবন্ধু একটা দামী নেক্‌লেস্ উপহার দেবে, ঠিক ক'রে রাখে। কিন্তু তা' আর হাতে তুলে দেওয়া হয় না। আগের দিন—নেলী বেচারী সত্যবন্ধুর ওপর চ'টে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেয়। কাজেই সশরীরে আর যাওয়া চ'লে না—অগত্যা সত্যবন্ধু চুপি চুপি নেলীদের বাড়ী গিয়ে লেটার-বক্সে নেক্‌লেস্‌টা খামে মুড়ে ফেলে দিয়ে আসে।

রাত্রে বন্ধুবর আকুলির সঙ্গে কথা কয়ে বুঝ্‌তে পারে, কাজটা অন্যায় হ'য়েছে—গয়নার চেয়ে একটা সাদা কার্ডে শুভেচ্ছা জানানোই যুক্তি-সঙ্গত। Ideaটা সত্যবন্ধুর ভালই লাগে—আর এ সব ব্যাপারে আকুলির অভিজ্ঞতাও তা'র চেয়ে বেশী—কারণ, জীবনে আকুলিবাবু প্রেমে পড়েছেন একুনে ২১ বার।

সত্যবন্ধু ছোটে—নেলীদের বাড়ী। ভয়ে ভয়ে লেটার-বক্স থেকে খামখানা ফেরৎ নিয়ে পাঁচিল টপ্‌কে রাস্তায় পড়ামাত্র পাহারাওলা জানায় সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। বেচারী সত্যবন্ধুকে যেতে হ'ল থানায়—দারোগা সাহেব বামাল-

সমেত আসামীকে হাতে পেয়ে পদোন্নতির স্বপ্ন দেখেন। খাম খোলা হয়—কিন্তু কোথায় বা সত্যবন্ধুর নেক্‌লেস্, আর কোথায় বা কি! বেরোয়—নেলীর উদ্দেশ্যে বেণুকর পাকড়াশির লেখা একটি কবিতা—আর একটি মফ্‌ চেন।

সত্যবন্ধু অবাক্। সত্যবন্ধু চোর সাব্যস্ত হ'য়ে—রাগের চোটে সহযোগী ব'লে বেণুকর আর আকুলিকে ধরিয়ে দেয়। তিনজনেরই এক মাস শ্রীঘর-বাসের ব্যবস্থা।

জেল থেকে বেরিয়ে সহরের পায়ে গড়্ ক'রে আকুলি গেল দেশে—সত্যবন্ধু উধাও—আর বেচারী বেণুকর গেল নেলীদের বাড়ী।

জোঁয়ার তখন কেটে গেছে—ভাঁটার টান্।

বদ্ধ ঘরের ওপারে তখন————?

দরজার চাবির ফোকর দিয়ে দেখে আর বেয়ারার বিপুল দাড়ির ফাঁক্ দিয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে—দন্ত-বিকশিত ক'রে বেয়ারা বেণুকরকে বলে—

"আভি মুলাকাৎ নেহি হোগা!"

কিন্তু কেন?——

—শেষ—

Nirmalyan Chandra Biswas

গান

জোয়ার ভাঁটা

তোমার মাধুরী আহা কিবা মরি ;
ধরাতলে নাহি তুলনা
নয়নেতে জ্বালা চাহনি চপলা
কোথা হ'তে পেলে বল না ?
তোমার বাতাসে তটিনী শুকাবে
চাঁদ তোমা হেরি' আঁধারে লুকাবে,
তুমি আছ বলে তরুতৃণদলে
ফুলপরী কভু এলনা ।

I. B. Mukherjee.
Batia. Store.
Baley.

Indu. Bhuson. Mukherji

বীমা জগতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক্

জেনিথ লাইফের

এভ্‌রিম্যান পলিসি

The Light of Hope and Good-will

ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে বীমাকারীর শারীরিক অসুস্থতা বা দৈবদুর্ঘটনা-নিবন্ধন অক্ষমতাকালীন নিয়মিত প্রিমিয়াম দিতে হয় না—উপরন্তু সেই সময় কোম্পানী তাঁহাকে মাসিক সাহায্য করিয়া থাকেন—প্রদত্ত সাহায্য তাঁহার নিকট হইতে ফেরৎ লওয়া হয় না বা বাকী প্রিমিয়ামও তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা হয় না—ইহা সত্ত্বেও তিনি বীমার সকল সুবিধার ও লভ্যাংশের ভাগী হন।

বিস্তারিত পুস্তকের জন্য পত্র
লিখুন বা দেখা করুন।

এ. কে. হালদার, এম্.এস্.সি., বি.এল.,
—চীফ্ এজেণ্ট—
বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম
নটন বিল্ডিং, কলিকাতা
ফোন ক্যাল ৫০৯০

ZENITH LIFE
SAFETY FIRST
ASSURANCE
CLEAN SERVICE
COMPANY LTD
JUST-FAIR
OF BOMBAY
DEPENDABLE